যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ - সংখ্যা আঠারো

পিতৃদের পাপ

Jeff Pippenger
2023-11-19

১৮৫৬ সালে, পূর্বতন ফিলাডেলফিয়ান মিলারাইট অ্যাডভেন্টিজমকে জেমস ও এলেন হোয়াইট লাওদিকীয় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর জেমস হোয়াইট রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ডের মাধ্যমে আন্দোলনের মধ্যে লাওদিকিয়ার বার্তা প্রচার করতে শুরু করেন। একই প্রকাশনায়, একই বছরে, হাইরাম এডসন—যাঁকে হোয়াইট দম্পতি এত উচ্চ মর্যাদা দিতেন যে তাঁরা তাঁদের প্রথম পুত্রের নাম তাঁর নামানুসারে রেখেছিলেন—লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশের ‘সাত বার’ সম্পর্কে বাড়তি আলোক আটটি প্রবন্ধের একটি ধারাবাহিকে উপস্থাপন করেন। ধারাবাহিকটি ভবিষ্যতে তা সম্পন্ন করা হবে—এমন প্রতিশ্রুতির মধ্যেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু আর কখনও তা প্রকাশ পায়নি। প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় রূপান্তরের মুহূর্তে, আন্দোলন লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশের ‘সাত বার’-এর বিষয়ে হোঁচট খায়—যা ছিল সেই প্রথম ‘সময়-ভবিষ্যদ্বাণী’ যেটি চিনতে ও ঘোষণা করতে ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা উইলিয়াম মিলারকে প্রণোদিত করেছিলেন।

‘সাতটি সময়কাল’ ছিল মিলারাইটদের মন্দিরের ভিত্তির প্রধান কর্ণশিলা। পবিত্র ভিত্তি সম্পর্কিত প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্রণই খ্রিষ্টেরই চিত্রণ, কারণ খ্রিষ্ট ব্যতীত অন্য কোনো ভিত্তি স্থাপন করা যায় না।

> কারণ যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সেই ভিত্তি ছাড়া আর কেউ কোনো ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না; সেই ভিত্তি হলেন যিশু খ্রীষ্ট। ১ করিন্থীয় ৩:১১.

খ্রিস্ট শুধু ভিত্তিই নন, তিনি সেই ভিত্তিপ্রস্তরও, যাকে গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরবর্তীতে তাতেই হোঁচট খেয়েছিল। তিনি সেই পাথর, যিনি অবশেষে কোণের প্রধান পাথর হন। মিলারাইট ইতিহাসে "সাত কাল" ছিল সেই কোণের প্রধান পাথরের প্রতীক।

খ্রীষ্ট এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে চুক্তি দৃঢ় করেছিলেন। ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে ‘সাত সময়’-এর যে ভবিষ্যদ্বাণী (যা হাইরাম এডসন অসমাপ্ত আটটি প্রবন্ধে চিহ্নিত করেছিলেন), তা দানিয়েল গ্রন্থের নবম অধ্যায়, সাতাশ পদ পূরণ করতে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ‘সপ্তাহ’-এ খ্রীষ্ট চুক্তি দৃঢ় করেছিলেন, সেই ‘সপ্তাহ’-এর একেবারে অভিন্ন কাঠামোই প্রতিফলিত করেছিল। খ্রীষ্ট যে ‘সপ্তাহ’-এ ইস্রায়েলকে একত্র করছিলেন, তার কাঠামো সেই ‘সপ্তাহ’-এর সঙ্গেই অভিন্ন, যেটিতে খ্রীষ্ট ইস্রায়েলকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। প্রাচীন ইস্রায়েলের বিচ্ছুরণ ছিল দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছর, আর আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের একত্রকরণ ছিল দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি দিন। তিনি চুক্তি দৃঢ় করতে ইস্রায়েলকে একত্র করেছিলেন, আর তাঁর চুক্তি নিয়ে বিরোধের কারণে তিনি ইস্রায়েলকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ‘সাত সময়’-কে মিলারাইট মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে চিহ্নিত করা, খ্রীষ্টকে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে চিহ্নিত করার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐ প্রস্তরকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা।

১৮৫৬ সালে, খ্রিষ্টীয় ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, খ্রিষ্ট যখন লাওদিকিয়ার দরজায় কড়া নাড়তে এসে দাঁড়ালেন, তখন নির্মাতারা একপাশে সরিয়ে রাখতে চলেছিলেন যে হোঁচটের পাথর,

তার সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাতে তিনি সিদ্ধান্ত ছিলেন। সাত বছর পরে, বা বলা যায়, প্রতীকী হিসাবে দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি দিন পরে, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ দরজাটি বন্ধ করে দিল। দুঃখজনকভাবে, অ্যাডভেন্টবাদ সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি স্বীকার করতে রাজি হয়নি। যে পাথরে তুমি হোঁচট খাও, সেটি তুমি দেখে না, তবু সেটি সেখানেই থাকে।

> আমার প্রজা জ্ঞানের অভাবে নাশ হচ্ছে; কারণ তুমি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যাতে তুমি আমার কাছে আর যাজক না থাকো; যেহেতু তুমি তোমার ঈশ্বরের আইন ভুলে গিয়েছ, আমিও তোমার সন্তানদের ভুলে যাব। হোশেয় ৪:৬।

"সাত গুণ" এর অভিশাপ, যা যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল, খ্রিস্টপূর্ব 677 সালে শুরু হয়ে দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দশ পদের তেইশশ বছরের সঙ্গে সঙ্গে 22 অক্টোবর, 1844-এ শেষ হয়েছিল। "সাত গুণ" সেই ভবিষ্যদ্বাণীরই অংশ, যেটিকে অ্যাডভেন্ট আন্দোলনের "ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ বহু অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে একই সময়েই পূর্ণ হয়েছিল। "সাত গুণ", তেইশশ দিন, মালাখি তৃতীয় অধ্যায়, দানিয়েল সপ্তম অধ্যায় ত্রয়োদশ পদ, এবং মথি পঁচিশ অধ্যায়ের দশ কুমারীর উপমা—সবই 22 অক্টোবর, 1844-এ পূর্ণ হয়েছিল। 22 অক্টোবর, 1844 তারিখটি অ্যাডভেন্ট আন্দোলনের ভিত্তিগত তারিখ, এবং সেই তারিখের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে মাত্র একটি আদেশই চিহ্নিত করা হয়েছিল।

> আর সেই স্বর্গদূত, যাকে আমি সমুদ্রের উপর এবং পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুললেন, এবং শপথ করলেন তাঁর নামে, যিনি চিরকাল জীবিত, যিনি সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে, এবং সমুদ্র এবং তাতে যা কিছু আছে, যে আর সময় থাকবে না। প্রকাশিত বাক্য ১০:৫, ৬।

সিস্টার হোয়াইট প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূতকে, যিনি পৃথিবী ও সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, যিশু খ্রিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

> যোহনকে নির্দেশদানকারী সেই পরাক্রান্ত স্বর্গদূতটি যিশু খ্রিস্ট ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। সমুদ্রের উপর তাঁর ডান পা এবং শুষ্ক ভূমির উপর তাঁর বাম পা স্থাপন করা, শয়তানের সঙ্গে মহাসংঘর্ষের সমাপনী পর্বে তিনি যে ভূমিকা পালন করছেন তা প্রকাশ করে। এই অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্দেশ করে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে খ্রিস্ট সমুদ্র ও ভূমির উপর দাঁড়ালেন। এরপর তিনি হাত উত্তোলন করে আদেশ দিলেন, "আর সময় থাকবে না।" খ্রিস্ট মিলারাইটদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছিলেন এবং তাঁদের একটি মাত্র আদেশ দিলেন, যেমন তিনি তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় আব্রাহামকে দিয়েছিলেন। তিনি আব্রাহামকে পুরুষ শিশুদের খৎনা করার আদেশ দিয়েছিলেন। মোশির ইতিহাসে তিনি যখন এক নির্বাচিত জাতির সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করলেন, তিনি বহু আদেশ দিলেন, এবং সেই আদেশগুলির মধ্যে ছিল—শুধু পুরোহিতরাই চুক্তির সিন্দুক স্পর্শ করতে পারবে—এই নির্দেশ। তিনি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর হাত উঠিয়ে শপথ করলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময় আর বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যিশু স্বর্গদূতদের মেঘে স্বর্গে আরোহন করার সময় "কাল ও সময়" বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন; এভাবে তিনি দুই সাক্ষীর পতাকাস্বরূপ

আরোহনের প্রতিরূপ স্থাপন করছিলেন। তখন তিনি যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল "কাল ও সময়" সম্বন্ধে।

> সুতরাং তারা যখন একত্রিত হল, তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করবেন?’ তিনি তাদের বললেন, ‘যে সময় বা কাল পিতা তাঁর নিজের কর্তৃত্বে স্থির করেছেন, তা তোমাদের জানার বিষয় নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন তোমাদের উপর আসবে, তখন তোমরা শক্তি পাবে; এবং তোমরা আমার সাক্ষী হবে যিরূশালেমে, সমগ্র যিহূদিয়ায় ও সমরিয়ায়, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত।’ প্রেরিতদের কাজ ১:৬-৮।

যিশু বলেননি যে সময় ও কাল নেই, কারণ সলোমনের মাধ্যমে কথা বলে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে "সময় ও কাল" আছে।

> সমস্ত কিছুরই একটি সময় আছে, এবং স্বর্গের নীচে প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য একটি সময় আছে: সভোপদেশক ৩:১।

বাইবেলীয় বিবরণে এমন "সময় ও কাল" রয়েছে যা "অদ্ভুত গণনাকারী" পালমোনির সাক্ষ্য বহন করে; কিন্তু ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ঈশ্বরের জনগণকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা আর কখনও সময়ের ওপর নির্ভরশীল কোনও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা উপস্থাপন করবে না। যীশু স্বর্গারোহণ করার ঠিক আগে শিষ্যদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে তাঁর পরিশুদ্ধ লোকদেরকে একটি নিশান হিসেবে উত্তোলিত করার ঠিক আগেকার ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তিনি যে আদেশ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অ্যাডভেন্টবাদের প্রতিষ্ঠার তারিখে খ্রিস্ট আদেশ করেছিলেন যে সময়ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা আর থাকবে না, আর তাঁর স্বর্গারোহণের সময়—যা প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষীর স্বর্গারোহণের প্রতিরূপ ছিল—তিনি সেই আদেশটি পুনরায় উচ্চারণ করেছিলেন।

> "আমাদের সকল ভাই-বোন যেন সতর্ক থাকেন তাদের থেকে, যারা প্রভুর আগমন সম্পর্কে তাঁর বাক্য পূরণ হওয়ার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে, অথবা তিনি যে অন্য কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার পূর্তির জন্যও কোনো সময় বেঁধে দিতে চায়। 'সময় বা ঋতুগুলি তোমাদের জানার বিষয় নয়; সেগুলি পিতা তাঁর নিজ ক্ষমতায় স্থির করে রেখেছেন।' মিথ্যা শিক্ষকরা ঈশ্বরের কাজের জন্য খুব উৎসাহী বলে মনে হতে পারে, এবং তাদের তত্ত্বসমূহকে বিশ্ব ও গির্জার সামনে আনতে সম্পদ ব্যয়ও করতে পারে; কিন্তু তারা যখন সত্যের সঙ্গে ভ্রান্তি মিশিয়ে দেয়, তখন তাদের বার্তা প্রতারণামূলক হয়ে ওঠে এবং আত্মাদের ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। তাদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে—তারা খারাপ মানুষ বলে নয়, বরং কারণ তারা মিথ্যার শিক্ষক এবং মিথ্যার ওপর সত্যের সিলমোহর বসাতে উদ্যোগী।" প্রচারকদের প্রতি সাক্ষ্যসমূহ, ৫৫।

সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট করেছিলেন যে আমরা আর কখনও এমন কোনো সময়-নির্ধারণমূলক বার্তা পাব না যা কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে—শুধু তাঁর দ্বিতীয় আগমনই নয়—চিহ্নিত করে। সময়-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যা মিলারাইট আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল, ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ সালে শেষ হয়েছিল, এবং সেই ভিত্তিমূলক তারিখটির সঙ্গে যুক্ত একমাত্র নির্দেশ ছিল যে ঈশ্বরের বার্তা উপস্থাপনে আর কখনও সময়কে ব্যবহার করা হবে না।

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের প্রারম্ভে, ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় রূপান্তরের ঠিক সন্ধিক্ষণে, মিলেরাইট আন্দোলনের ভিত্তিমূল সত্য সম্পর্কে অধিকতর আলো প্রদান করা হয়েছিল। সাত বছর পরে, অথবা দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি প্রতীকী দিন পরে, অথবা একটি 'মরুভূমি' পরে, ১৮৬৩ সালে, 'সাতবার'-এর ভিত্তিপাথরটি নির্মাতাদের দ্বারা একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতের সমাপনী আন্দোলনে, লাওদিকিয়া থেকে ফিলাদেলফিয়ায় পরিবর্তনের ঠিক সন্ধিক্ষণে, পিতৃপুরুষদের পাপের স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত একটি পরীক্ষা দেওয়া হয়। পিতৃপুরুষদের জন্য ভিত্তির পরীক্ষা ছিল 'সাত গুণ', যা ছিল তাদের ভিত্তিপ্রস্তর। তাহলে কি সমাপনী আন্দোলন ভিত্তির তারিখের সঙ্গে সম্পর্কিত একমাত্র আজ্ঞাটিকে উপেক্ষা করবে, যেমন তাদের পিতৃপুরুষরা তাদের ভিত্তিপ্রস্তরকে উপেক্ষা করেছিলেন?

হ্যাঁ। তারা নিশ্চিতভাবেই ঠিক সেই কাজটাই করছে। তারা তাদের পিতাদের পাপের পুনরাবৃত্তি করছে।

তাদের পিতৃপুরুষরা প্রতিষ্ঠালগ্নে পাপ করেননি, কারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠালগ্নে তারা তখনও ফিলাডেলফিয়ানই ছিল। তারা যখন লাওদিকিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে 'সাত কাল'কে তার ক্রমবর্ধমান আলোসহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখনই তারা তাদের ভিত্তিমূল পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৬৩ সালে তাদের ভিত্তিমূলক ব্যর্থতার আগে, সাত বছর ধরে খ্রিষ্ট তাদের লাওদিকীয় হৃদয়ের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। সাত বছর "সাত বার" এবং "অরণ্য"-এর প্রতীক। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত "অরণ্য"-এর পর, তারা তাদের ভিত্তিমূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের প্রথম হতাশার সময় ঈশ্বরের লোকেরা পাপ করেছিল, ভিত্তিমূলক তারিখের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একমাত্র আদেশটি প্রত্যাখ্যান করে। তারা ভালোভাবেই জানত, তবুও তারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তায় সময়-ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত করার পথ বেছে নেয়। এভাবে তারা মোশের পাপ—তার পুত্রের খতনা করাতে অবহেলা করা—এবং উজ্জার পাপ—নিষিদ্ধ জেনেও সিন্দুক স্পর্শ করা—পুনরাবৃত্তি করল। তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন এমনই কাজ করল, যা তারা জানত সঠিক নয়! যদি কেউ সেই সত্যটিকে রঙ দিয়ে ঢেকে দিতে চায়, তবে রঙের ক্যানের বাকি অংশটুকুও ব্যবহার করে ঢেকে দিন এই সত্যটিও: মোশে এবং উজ্জা—দু'জনেই পাপ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন—যখন তাঁরা সকল সংস্কাররেখার মধ্যে একেবারে শেষেরটির প্রথম হতাশার প্রতিরূপ হয়েছিলেন; সেই সংস্কাররেখা যার দিকে প্রতিটি সংস্কাররেখাই ইঙ্গিত করেছিল। সংস্কাররেখাগুলিতে প্রথম হতাশার যে চিত্রায়ণগুলি আছে, সেগুলিতে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর রয়েছে, এবং তাতে থাকা রেকর্ডটি ঈশ্বরের লোকদের কল্যাণের জন্যই, যদিও ঈশ্বরের লোকেরা তাতে উপকৃত হতে অস্বীকার করুক।

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনকে সাত বছরের একটি সময় দেওয়া হয়েছিল—যা 'সাত কাল'-এর অরণ্যের প্রতীক—'সাত কাল'-এর আলোর সঙ্গে লাওদিকিয়ার বার্তাটি গ্রহণ করার জন্য। 'সাত কাল'-এর অভিশাপ হল প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলা হওয়ার অভিশাপ। ১৮৬৩ সালে তারা যেরিহো পুনর্নির্মাণের কাজ পুনরাবৃত্তি করেছিল—একটি কাজ যাতে একটি 'অভিশাপ' ছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সাত বছর প্রাচীন ইস্রায়েলের পিতৃপুরুষদের বিদ্রোহী পাপের একটি ক্ষুদ্রচিত্র, যা তাদের ওপর 'সাত কাল'-এর অভিশাপ ডেকে এনেছিল। আধুনিক ইস্রায়েল ১৮৬৩ সালে তাদের পিতৃপুরুষদের পাপ পুনরাবৃত্তি

করেছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন প্রথম হতাশার পরীক্ষায় ঠিক ততটাই নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন মূসা ও ঊজ্জা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপর তাদের রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিল সাড়ে তিন দিনের একটি "অরণ্য" সময়ের জন্য। এখন সান্ত্বনাকারীর ধ্বনিতে তাদের দেহের রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে। সান্ত্বনাকারীর ধ্বনি "অরণ্যে" "কণ্ঠ"-এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, এবং তারা এখন সময় নির্ধারণের নয়, বরং "সাত কাল"-এর পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। তারা ইতিমধ্যে সময় নির্ধারণের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

তাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না যে তারা "সাত কাল"কে প্রামাণ্য সত্য বলে বিশ্বাস করে কি না, কারণ তারা পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তারা "সাত কাল"কে প্রামাণ্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা স্বীকার করেছে যে তারা দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছরের বিচ্ছুরণের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা হয়তো অবগত নয় যে "সাত কাল" বিষয়ে একটি নতুন পরীক্ষার আলো রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা ১৮৫৬ সালে দাঁড়িয়েছিলেন। নতুন আলো হলো এই যে, প্রকাশিত বাক্য এগারো অধ্যায়ের সাড়ে তিন দিন কেবল ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করছে না, বরং এটি এখন বর্তমান সত্যের বাস্তবতা।

সাত বজ্রধ্বনির গোপন ইতিহাসের উন্মোচন এবং সপ্তম সীলমোহর খোলা—এ দুটো কি আসলে এমন দুই সাক্ষী, যা নির্দেশ করে যে যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য এখন উন্মোচিত হচ্ছে? যদি তাই হয়, তবে কি সত্যিই পুরো প্রকাশিত বাক্য বইটাই অন্তিম দিনসমূহের কথা বলছে? যদি তা সত্য হয়, তবে সাড়ে তিন দিন কি কুমারীদের উপমায় বিলম্বের সময়কে বোঝায়? যদি বোঝায়, তবে ’সাত কাল’-এর প্রতিকার কি আসলে এমন এক আদেশের কথা বলে, যা ২০২০ সালের ১৮ জুলাই ন্যাশভিলের ভবিষ্যদ্বাণীতে অংশগ্রহণকারীদের পালন করতে হবে?

বাহ! তোমার জন্য একটি পরীক্ষা আছে! যারা জেগে ওঠে এবং বুঝতে পারে যে তারা অপেক্ষার সময়ে আছে, সাড়ে তিন দিনের শেষে কি সত্যিই তাদের পাপের জন্য এবং তাদের পিতার পাপের জন্যও পশ্চাত্তাপ করতে হবে? ভবিষ্যদ্বাণীতে সময় ব্যবহার না করার আদেশকে উপেক্ষা করা কি সত্যিই পাপ ছিল?

যারা এই অবস্থান নিয়েছেন যে ন্যাশভিল সম্পর্কে ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীটি কোনোভাবে ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য ছিল, এবং পরে যারা সেই দাবিকে সমর্থন করার চেষ্টা করছেন, তাদের উদ্দেশে আমি ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীতে সময়-নির্ধারণের পাপের কথার বাইরে আরেকটি পর্যবেক্ষণ যোগ করতে চাই। ন্যাশভিল সম্পর্কে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর ঘটনাটি কেবল ১৮৪৪ সালে খ্রিস্টের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি সাধারণ প্রকাশমাত্র ছিল না; এটি এমন এক কাজ ছিল যা অ্যাডভেন্টিজমের বাইরে থাকা লোকদের জানিয়ে দিল যে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় পাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ত্রুটিপূর্ণ। এটি ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখাসমূহের ওপর এক কলঙ্ক ছিল। এটি জগতের লোকদের কাছে প্রমাণ দেয় যে এলেন হোয়াইটের লেখাগুলি জোসেফ স্মিথ বা নস্ত্রাদামুসের লেখাগুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এলেন হোয়াইটের মূল্যবান বাক্যগুলো আমাদের বিদ্রোহের জঘন্য কথায় কলুষিত হয়েছিল। এটি কেবল ঈশ্বরের বাক্য, যিনি খ্রিস্ট, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল না; একই সঙ্গে এটি ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ছিল। পতমোস নামে যে দ্বীপ, সেখানে যোহন নিপীড়িত হচ্ছিলেন, বাইবেল ও ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার ঊর্ধ্বে তিনি নিজের মানবীয়

মতামতকে বসিয়েছিলেন বলে নয়, বরং তিনি ঐ দুই সাক্ষীর কথা মনে চলেছিলেন বলে।

> আমি যোহন, তোমাদের ভাই এবং ক্লেশে, যীশু খ্রিষ্টের রাজ্য ও ধৈর্যে তোমাদের সহভাগী, ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্যের জন্য যার নাম পাতমোস সেই দ্বীপে ছিলাম। প্রকাশিত বাক্য ১:৯।

আমাদের প্রথম হতাশার সময় আমরা আমাদের পিতা মূসার পাপগুলো পুনরাবৃত্তি করেছি, এবং আমাদের এটি স্বীকার করতে হবে। আমাদের এটি স্বীকার করা দরকার, কারণ আমরা এখন ১৮৫৬ সালে আছি। এখন "সাত বার" সম্পর্কে নতুন আলো আছে, যেমন তখনও ছিল। আমরা এখন লাওদিকিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় উত্তরণের পর্যায়ে আছি, যেমন ১৮৫৬ সালে প্রারম্ভিক আন্দোলন ছিল ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় উত্তরণের সময়। ১৮৫৬ সালে, আমাদের পিতৃপুরুষরা "সাত বার" বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি-সম্পর্কিত প্রকাশনা বন্ধ করেছিলেন। আমরা হয়তো সেই আলোর প্রকাশনা থামাতে পারব না, কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ের দরজাগুলো এই আলোর বিরুদ্ধে বন্ধ করে দিতে পারি। আমরা ভান করতে পারি, যেমন মূল সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট নির্মাতারা করেছিলেন, যে পাথরটি আসলে সেখানে ছিল না, এবং তার ওপর হোঁচট খেতে খেতে যেতে পারি। আমাদের সমস্যা হলো, বালিতে মাথা গুঁজে রাখার জন্য আমাদের কাছে এক শতাব্দীর বেশি সময় নেই, কারণ বিচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

যদি আমরা আলফা ও ওমেগাকে এই নীতিতে আমাদের শিক্ষা দিতে দিই যে কোনো বিষয়ের শেষে তার শুরুতেই চিত্রিত থাকে, তবে আমরা সহজেই দেখতে পাই যে আলফা ও ওমেগা দেখাচ্ছেন, ন্যাশভিলের ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের পিতৃপুরুষদের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছিল। এই সত্যটি স্বীকার করলে আমরা তখন এই বাস্তবতার মুখোমুখি হব যে ভবিষ্যদ্বাণীর পর থেকে ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীটিকে ন্যায্যতা দিতে কোনো না কোনো মানবীয় যুক্তি দাঁড় করানোর প্রতিটি প্রচেষ্টাই ডুমুরপাতার আড়াল ছাড়া আর কিছু ছিল না। তখন আমরা দেখব যে শত্রুর দেশে থাকা অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে চলেননি। তিনি সেখানে ছিলেন, কিন্তু শুধু এই অর্থে যে তিনি হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন, প্রবেশের অনুমতি চাইছিলেন। যদি মানবীয় যুক্তির ডুমুরপাতার আড়াল সরানো হয়, তবে আমরা এ-ও দেখতে পারি যে ন্যাশভিলের ভবিষ্যদ্বাণীকে ন্যায্যতা দিতে যে অস্বীকার, বা ত্রুটিপূর্ণ মানবীয় যুক্তি আমরা প্রয়োগ করেছি, সেটিই প্রমাণ যে আমরা খ্রিষ্টের বিরোধীভাবে চলছি।

১৮৫৬ সালে, ফিলাডেলফিয়ান অ্যাডভেন্টিজিম লাওদিকিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল, এবং তারা তা জানত। প্রভু তা নিশ্চিত করেছিলেন ভবিষ্যদ্বক্তা ও তাঁর স্বামীর কথার মাধ্যমে। সেই লাওদিকীয় হৃদয়গুলোর দরজায় দাঁড়িয়ে খ্রিস্ট ভেতরে এসে তাঁদের সঙ্গে আহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি যে খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল 'সেভেন টাইমস'-এর ভিত্তিপ্রস্তর। তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২০২৩ সালে, শেষ আন্দোলনটি এখন লাওদিকিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, কারণ অষ্টম গির্জাটি সাতটি গির্জারই অন্তর্গত। প্রভু আলফা ও ওমেগা তা তাঁর "সত্য" বাক্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করছেন। খ্রিস্ট এখন সদ্য মৃত সেই শুকনো হাড়গুলোর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, ভিতরে এসে তাদের সঙ্গে ভোজ করতে প্রস্তাব দিচ্ছেন; আর যে ভোজ তিনি তাদের সঙ্গে ভাগ করতে চান, সেটিই অভিন্ন সেই ভোজ যা তিনি ১৮৫৬ সালে তাদের পিতাদের সঙ্গে ভাগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এটি "সাত বার" নামের শিক্ষার শুধু খুঁটিনাটি নয়, যেমনটি ১৮৫৬ সালে তাদের পিতাদের জন্য ছিল। না, এটি "সাত বার"-এর তিক্ত প্রতিকার,

এবং এই প্রতিকার এমন এক ধরনের বিনয় দাবি করে যা প্রায়ই গলিতে কঠিন।

> প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এলো, তিনি বললেন, মানবপুত্র, টাইর-এর শাসককে বলো, প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: যেহেতু তোমার হৃদয় অহংকারে ফুলে উঠেছে এবং তুমি বলছ, 'আমি ঈশ্বর; আমি সমুদ্রের মাঝখানে ঈশ্বরের আসনে বসি,' তবু তুমি মানুষ, ঈশ্বর নও, যদিও তুমি তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের হৃদয়ের মতো স্থাপন করছ। দেখ, তুমি দানিয়েলের থেকেও জ্ঞানী; তোমার কাছ থেকে কোনো রহস্য তারা লুকাতে পারে না। ইজেকিয়েল ২৮:১-৩।

হয়তো আমাদের মধ্যে যারা ন্যাশভিলের পূর্বাভাসে অংশ নিয়েছিল, তারা কি ড্যানিয়েলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী?

> তার রাজত্বের প্রথম বছরে আমি, দানিয়েল, পুস্তকসমূহ দেখে বছরগুলির সংখ্যা বুঝলাম—যার বিষয়ে প্রভুর বাক্য ভাববাদী যিরমিয়ের কাছে এসেছিল—যে যিরূশালেমের বিরান অবস্থায় সত্তর বছর পূর্ণ হবে। আর আমি প্রভু ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা ও মিনতি করে, উপবাস, শোকবস্ত্র ও ছাই নিয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। এবং আমি আমার প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, স্বীকারোক্তি করে বললাম, হে প্রভু, মহৎ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করে তাদের প্রতি চুক্তি ও করুণা রক্ষা করেন; আমরা পাপ করেছি, অন্যায় করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, বিদ্রোহ করেছি—তোমার বিধান ও তোমার বিচার থেকে সরে গিয়ে। আমরা তোমার দাস ভাববাদীদের কথাও শুনিনি, যারা তোমার নামে আমাদের রাজাদের, আমাদের প্রধানদের, আমাদের পিতৃপুরুষদের এবং দেশের সমস্ত জনগণের কাছে কথা বলেছেন। হে প্রভু, ধার্মিকতা তোমারই, কিন্তু আমাদের ভাগে লজ্জা ও অপমান, আজকের মতো—যিহূদার লোকদের, যিরূশালেমের অধিবাসীদের এবং সমস্ত ইস্রায়েলের, যারা কাছে আছে ও যারা দূরে, সেই সব দেশে যেখানে তুমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, কারণ তারা তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। হে প্রভু, লজ্জা আমাদেরই—আমাদের রাজাদের, আমাদের প্রধানদের এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের—কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমাদের প্রভু ঈশ্বরেরই করুণা ও ক্ষমা আছে, যদিও আমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; আর আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কণ্ঠ মানিনি, তাঁর বিধিতে চলতে, যা তিনি তাঁর দাস ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের সামনে স্থাপন করেছিলেন। হ্যাঁ, সমগ্র ইস্রায়েল তোমার ব্যবস্থা অতিক্রম করেছে, তোমার বাণী না মানবার জন্য সরে গিয়ে; অতএব অভিশাপ আমাদের উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই শপথ, যা ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থায় লেখা আছে, কারণ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আর তিনি তাঁর কথাগুলি পূর্ণ করেছেন, যা তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এবং যারা আমাদের বিচার করেছিল সেই আমাদের বিচারকদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন—আমাদের উপর এক মহা বিপদ এনে; কারণ সমগ্র আকাশের নীচে এমন কিছু ঘটেনি, যেমন যিরূশালেমের উপর ঘটেছে।
>
> মোশির ব্যবস্থায় যেমন লেখা আছে, এই সমস্ত অনিষ্ট আমাদের উপর এসেছে; তবুও আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর সামনে প্রার্থনা করিনি, যাতে আমরা আমাদের অধর্ম থেকে ফিরি এবং তোমার সত্য বুঝতে পারি। অতএব প্রভু সেই অনিষ্টের দিকে লক্ষ রেখেছেন এবং তা আমাদের উপর এনেছেন; কারণ আমাদের ঈশ্বর প্রভু তিনি যে সকল কাজ করেন তাতে তিনি ন্যায়বান; কারণ আমরা তাঁর বাক্য মানিনি। আর এখন, হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, তুমি যে প্রবল হাতে তোমার লোকদের মিশরের দেশ থেকে বের করেছ এবং আজও যেমন আছে তেমনি খ্যাতি অর্জন করেছ, আমরা পাপ করেছি, আমরা দুরাচার করেছি। হে প্রভু, তোমার সকল ধার্মিকতার অনুরূপ, আমি তোমাকে মিনতি

করছি—তোমার নগর যিরূশালেম, তোমার পবিত্র পর্বত থেকে তোমার ক্রোধ ও তোমার প্রজ্বলিত রোষ ফিরিয়ে নাও; কারণ আমাদের পাপ ও আমাদের পিতৃদের অধর্মের জন্য যিরূশালেম ও তোমার লোকেরা আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের সকলের কাছে নিন্দার কারণ হয়েছে। অতএব এখন, হে আমাদের ঈশ্বর, তোমার দাসের প্রার্থনা ও তার নিবেদন শুন, এবং প্রভুর নিমিত্তে উজাড় হয়ে থাকা তোমার পবিত্রস্থানের উপর তোমার মুখের আলো দাও। হে আমার ঈশ্বর, তোমার কর্ণ ঝুঁকাও এবং শোন; তোমার নয়ন খোলো এবং আমাদের ধ্বংসাবশেষ এবং সেই নগরীকে দেখ, যা তোমার নামে পরিচিত; কারণ আমাদের ধার্মিকতার জন্য নয়, বরং তোমার মহান করুণার জন্য আমরা আমাদের নিবেদন তোমার সামনে পেশ করি। হে প্রভু, শোন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, শুনে কাজ কর; বিলম্ব করো না, হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের নিমিত্তে; কারণ তোমার নগর ও তোমার লোকেরা তোমার নামে পরিচিত। আর যখন আমি কথা বলছিলাম, এবং প্রার্থনা করছিলাম, এবং আমার পাপ ও আমার লোক ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার নিবেদন আমার ঈশ্বর প্রভুর সামনে পেশ করছিলাম; হ্যাঁ, আমি প্রার্থনায় কথা বলছিলাম তখনই, শুরুতে দর্শনে যাকে আমি দেখেছিলাম সেই ব্যক্তি গাব্রিয়েল, অত্যন্ত ত্বরায় উড়ে এসে, সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময়ের কাছাকাছি আমাকে স্পর্শ করলেন। এবং তিনি আমাকে অবহিত করলেন এবং আমার সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন, হে দানিয়েল, তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিতে আমি এখন বেরিয়ে এসেছি। দানিয়েল ৯:২-২২।